দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 OCT 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

51

সাতটি শিক্ষক সংগঠনের যৌথ সমাবেশ

নয়া অধ্যাদেশ বাতিল ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গতকাল সাতটি শিক্ষক সংগঠনের এক যৌথ সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বন্ধ ঘোষিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবী জানানো হয়। সমাবেশে একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ '৯০ বাতিলেরও দাবী জানানোহয়।

টিএসসি মনে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশের প্রস্তাবে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে সমবেত হতে গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

নয়া অধ্যাদেশ বাতিল ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য ডঃ আবদুল জব্বার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আলাউদ্দিন আহমদ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ম আখতারুজ্জামান, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির (ফজলু) সভাপতি ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম সাখাওয়াত হোসেন মল্লিক, জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের অতিরিক্ত মহাসচিব আবুল কাশেম ও সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি বদরুদ্দীন হাওলাদার। সমাবেশ পরিচালনা করেন ডঃ সাইদুর রহমান।

শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সহেতি প্রকাশ করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষে বক্তৃতা করেন ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান।

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমদ বলেন, আন্দোলন দমন করার জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার এখতিয়ার শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তিনি অভিযোগ করেন যে, '৭৩-এর অধ্যাদেশ উপেক্ষা কত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্যে 'ব্যাকডেটে' অধ্যাদেশ তৈরী করা হয়। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের ক্লাসরুম থেকে তাড়ানো হয়েছে।

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন বলেন, "অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া না হলে আমরা শান্তিনিকেতনের মত গাছের নীচে ক্লাস নেয়া শুরু করব।"

ডঃ আবদুল জব্বার বলেন, ছাত্রজনতার বর্তমান ঐক্যের সঙ্গে শিক্ষক-শ্রমিক ও কৃষককে সম্পৃক্ত করতে পারলে সরকারের পতন ঘটবে। একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান দেশের বিরাজমান সংকটের সমাধান দিতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ডঃ ম. আখতারুজ্জামান ছাত্রদের মত ঐক্যবদ্ধ হতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে ফেডারেশন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

জনাব সাখাওয়াত হোসেন মল্লিক বলেন, সরকার মুখে "দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্যে শিক্ষার" কথা বলেন। অথচ মাঝে-মধ্যেই হট করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন।

জনাব আবুল কাশেম অভিযোগ করেন যে, বর্তমান সরকার একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে এক মঞ্চে আসার জন্যে তিনি আহ্বান জানান।

ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান বলেন, ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নেমেছে। শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে শরীক হলে "কালো অধ্যাদেশ" টিকিয়ে রাখা যাবে না।

সমাবেশের প্রস্তাবে সম্প্রতি জারী করা অধ্যাদেশ বাতিলের দাবী জানানো হয়। অপর প্রস্তাবে অধ্যাদেশ বাতিল না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস-চ্যান্সেলরদের সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশে গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীসমূহ পূরণের দাবী জানানোহয়।

সমাবেশে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন ঘোষণার দাবী করা হয়।